গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা

ডাঃ রাধারমন বিশ্বাস

সূচীপত্র
প্রথম ভাগ

বিষয়		পৃষ্ঠা
বক্তব্য	...	১৯
প্রসবকার্যে হোমিওপ্যাথি	...	১৯
বিভাগ	...	২২
ঔষধের শক্তি ও মাত্রা	...	২৩
ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ	...	২৩
স্ত্রীজননেন্দ্রিয়	...	২৩
গর্ভাবস্থার পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞাতব্য তথ্য	...	২৪
(ক) ভ্রূণের বয়স	...	২৬
(খ) স্বাভাবিক ঋতু	...	২৭
(গ) মেনোপজ বা রজোবন্ধ	...	২৭
(ঘ) ঋতুকালীন পালনীয় নিয়ম	...	২৮
(ঙ) ঋতুকালীন অস্বাভাবিক লক্ষণ	...	২৯
(চ) অস্বাভাবিক লক্ষণগুলির কারণ	...	২৯
(ছ) অস্বাভাবিক স্রাব	...	২৯
লিউকোরিয়ার কারণ	...	৩০
ঋতুস্রাব ও তৎসম্পর্কিত নানা গোলযোগ	...	৩০
রজোরোধ		
(ক) বিলম্বিত ঋতুস্রাব	...	৩১
(খ) বদ্ধ রজঃস্রাব	...	৩১
(গ) প্রতিরুদ্ধ ঋতুস্রাব	...	৩২
রজোরোধ চিকিৎসা	...	৩২
অত্যধিক ঋতুস্রাব	...	৩৩
বাধকবেদনা বা ডিসমেনোরিয়া	...	৩৪
মেনোপজ	...	৩৬
অনুকল্প রজঃ	...	৩৬

দ্বিতীয় ভাগ

গর্ভিণীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য

বিষয়			পৃষ্ঠা
(ক)	গর্ভধারণের লক্ষণ কি কি	...	৩৯
	ঋতুবন্ধ	...	৩৯
	স্তনের পরিবর্তন	...	৪০
	বিবমিষা বা গা-বমি-বমি	...	৪০
	মুখে থুথু ওঠা, অরুচি ও অখাদ্যে রুচি	...	৪০
	স্তন টাটান	...	৪০
	পেটে ছেলে নড়া	...	৪১
	প্রস্রাব বৃদ্ধি	...	৪১
	মন-মেজাজের পরিবর্তন	...	৪১
(খ)	Objective symptoms	...	৪১
	স্তনে এরিওলা, দুধ, আঁস আর ফাটা	...	৪১
	পেট উঁচু হওয়া	...	৪২
	পেটে কটা, নীল আর কালো দাগ, জরায়ুর সঙ্কোচন	...	৪২
	ছেলের হাত পা টের পাওয়া	...	৪২
	ছেলে নড়ার শব্দ	...	৪২
	নরম অস	...	৪৩
	যোনির পরিবর্তন	...	৪৩
	ব্যালটমেন্ট	...	৪৩
	ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন	...	৪৩
	সুফল	...	৪৩
(গ)	নিশ্চিত গর্ভলক্ষণ	...	৪৩
(ঘ)	গর্ভাবস্থায় কতকগুলি বিষয়ে নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য		৪৪
(ঙ)	গর্ভাবস্থায় অস্বাভাবিক লক্ষণ	...	৪৫
	রক্তস্রাব	...	৪৫
	অত্যন্ত বমি	...	৪৬
	(১) হাত, পা, মুখ ফোলা	...	৪৬
	(২) প্রস্রাব কম	...	৪৬
	(৩) সর্বদার জন্য মাথাধরা ও মাথাঘোরা	...	৪৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
(৪) চক্ষে ঝাপ্সা দেখা বা বিদ্যুৎ দেখা	...	৪৬
(৫) চোখ মুখ হলদে হওয়া ও উপর পেটে ব্যথা		৪৬
(৬) অনিদ্রা বা সর্বদা আচ্ছন্ন ভাব	...	৪৬
(৭) সামান্য সঞ্চালনেই শ্বাসকষ্ট	...	৪৬
(৮) এক্লাম্পসিয়া	...	৪৬
(৯) পেটে ছেলে না নড়া	...	৪৮
(চ) গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু লক্ষণ	...	৪৮
গর্ভসঞ্চার	...	৪৮
গর্ভলক্ষণ	...	৪৮
(ক) ঋতুবন্ধ	...	৪৯
(খ) লালাস্রাব ও প্রাতঃকালীন বমন	...	৪৯
(গ) গর্ভস্পন্দন	...	৪৯
(ঘ) অরুচি	...	৪৯
(ঙ) শারীরিক গ্লানি ও উরুদুটির অবসাদ	...	৪৯
(চ) মুখমণ্ডলে ও চোখের নীচে কালিমা	...	৪৯
(ছ) স্তনদ্বয়ের বৃদ্ধি ও দৃঢ়তা	...	৪৯
(জ) স্তনে তরল পদার্থের সঞ্চার	...	৪৯
(ঝ) স্তনে স্ফীতি ও ভেলাপড়া	...	৪৯
(ঞ) উদরায়তনের বৃদ্ধি	...	৫০
(ট) জরায়ু-প্রাচীরের বেদনাহীন আকুঞ্চন	...	৫০
(ঠ) ভ্রূণের হৃদস্পন্দন ধ্বনিদ্বয়	...	৫০
(ড) নাভি নাড়ীর মর্মরধ্বনি	...	৫০
(ঢ) জরায়ু-প্রাচীরের মর্মরধ্বনি	...	৫০
(ণ) যোনিদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বেগুনে রং	...	৫০
(ত) যোনির বিস্তৃতি	...	৫০
(থ) গর্ভাশয়ের আকার পরিমাণ ও গাঢ়তার পরিবর্তন		৫০
(দ) গর্ভাশয়ের নিম্নাংশের কোমলতা	...	৫০
মৃতগর্ভা	...	৫১
গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন	...	৫১
(ক) খাদ্য	...	৫১
(খ) পরিচ্ছদ	...	৫২

বিষয়		পৃষ্ঠা
(গ)	ব্যায়াম ...	৫২
(ঘ)	মন ...	৫৩
গর্ভে কেন পুত্র হয় কেনই বা কন্যা হয়?	...	৫৩
গর্ভকাল	...	৫৪
গর্ভাবস্থার রোগাবলীর সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা	...	৫৪
(ক)	জ্বর ...	৫৪
(খ)	মানসিক বৈলক্ষণ্য ...	৫৪
(গ)	শিরঃপীড়া ...	৫৫
(ঘ)	অনিদ্রা ...	৫৫
(ঙ)	দন্তশূল ...	৫৫
	গর্ভাবস্থার রোগাবলীর বিস্তৃত চিকিৎসা	
গর্ভাবস্থায় বমন	...	৫৬
পিঠ ও কোমরব্যথা	...	৬১
দন্তবেদনা	...	৬৩
সূতিকা আক্ষেপ বা এক্লাম্পসিয়া	...	৬৬
(১)	দুর্দম্য শিরঃপীড়া ...	৬৮
(২)	দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা ...	৬৮
(৩)	দুর্দম্য বমন ...	৬৮
(৪)	পাকাশয়ে বেদনা ...	৬৮
(৫)	অস্পষ্ট দৃষ্টি ...	৬৮
(৬)	মূত্রের স্বল্পতা ও বর্ণ বৈরূব্য ...	৬৮
(৭)	পদদ্বয়ের স্ফীতি ...	৬৮
(৮)	ব্লাড-প্রেসার ...	৬৮
(৯)	মূত্রে অ্যালবুমেন ...	৬৯
(১০)	সংজ্ঞাহীনতাসহ আক্ষেপ ...	৬৯
হিস্টিরিয়া	...	৭৭
মানসিক বিকার	...	৭৮
শোথ	...	৭৯
মুখে জল উঠা	...	৮০
খালধরা	...	৮১

বিষয়		পৃষ্ঠা
শিরাস্ফীতি	...	৮২
ন্যাবা	...	৮২
অর্শ	...	৮৩
কোষ্ঠবদ্ধতা	...	৮৫
উদরাময়	...	৮৬
বুকজ্বালা	...	৮৭
অনিদ্রা	...	৮৮
আহারে রুচিবিকার	...	৮৯
গর্ভাবস্থায় ঋতুস্রাব	...	৯০
বাহ্য জননেন্দ্রিয় চুলকান	...	৯১
গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব	...	৯২
পেট বড় হওয়ায় বা ঝুলে পড়ায় কষ্ট	...	৯৩
স্তন বড় হওয়ায় ও ঘা হওয়ায় কষ্ট	...	৯৪
গর্ভস্থ ভ্রূণের অতি সঞ্চালন হেতু কষ্ট	...	৯৫
মাথাঘোরা	...	৯৬
মাথাধরা	...	৯৭
হৃদস্পন্দন	...	৯৮
শ্বাসকষ্ট	...	৯৯
অসাড়ে মূত্রত্যাগ	...	১০০
মূত্ররোধ ও মূত্রনাশ	...	১০১
মূত্রে অ্যালবুমেন	...	১০২
যোনিভ্রংশ	...	১০৫
ধাতের ব্যারাম	...	১০৬
কাশি	...	১০৮
হিক্কা	...	১১০
অপ্রকৃত প্রসববেদনা	...	১১১
গর্ভাবস্থায় যন্ত্রণা	...	১১২
রক্তস্বল্পতা	...	১১৩
মুখক্ষত	...	১১৪
জ্বর	...	১১৫
গর্ভপাত	...	১১৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
গর্ভস্রাব নিবারণের চিকিৎসা	...	১১৭
(১) জরায়ু হতে ভ্রূণের বিচ্যুতির কারণাবলী	...	১১৮
(২) ভ্রূণের মৃত্যুর কারণাবলী	...	১১৮
গর্ভস্রাবের প্রকারভেদ	...	১১৯
(ক) Threatened abortion	...	১১৯
(খ) Cervical abortion	...	১১৯
(গ) Missed abortion	...	১১৯
(ঘ) Completed abortion	...	১১৯
(ঙ) Incomplete abortion	...	১১৯
গর্ভস্রাবের লক্ষণ	...	১১৯
গর্ভস্রাবের উপক্রমে সাবধানতা	...	১১৯
গর্ভস্রাবের চিকিৎসা	...	১২০

তৃতীয় ভাগ

প্রসবাবস্থা ও তদ্বিষয়ক গোলযোগ

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রসব অবস্থার জ্ঞাতব্য তথ্য	...	১২৭
প্রসব অবস্থা আরম্ভ হয়ে, প্রসব হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে বর্ণনা ও উপদেশ	...	১২৭
প্রসবের কাল নির্ণয়	...	১২৭
প্রসবব্যথার পূর্ব লক্ষণ	...	১২৭
(ক) ইউটেরাস নেমে পড়া	...	১২৭
(খ) মিথ্যা-ব্যথা	...	১২৭
প্রকৃত ও অপ্রকৃত প্রসব-ব্যথার পার্থক্য	...	১২৭
প্রসবকালীন অস্বাভাবিক লক্ষণ	...	১২৮
প্রসবের পর ভীতিপ্রদ লক্ষণ	...	১২৮
(ক) ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশু না কাঁদা	...	১২৯
(খ) ছেলে হলে ফুল পড়ার আগেই রক্তস্রাব হওয়া	...	১২৯
(গ) ফুল পড়ার পর অত্যধিক রক্তস্রাব হওয়া	...	১২৯
(ঘ) ছেলে হবার ১ ঘন্টা মধ্যে ফুল না পড়া	...	১২৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
(ঙ) সূতিকাজ্বর আরম্ভ হওয়া	...	১২৯
(চ) প্রসূতির উন্মাদ হয়ে যাওয়া	...	১২৯
প্রকৃত প্রসবলক্ষণ কাকে বলে?	...	১৩০
(ক) বেদনা বা ইউটেরাসের সঙ্কোচন	...	১৩০
(খ) অস ডাইলেট ও সার্ভিক্স গুটান	...	১৩১
(গ) শো বা ডিসচার্জ	...	১৩১
(ঘ) মেমব্রেনের ব্যাগ বা পেরোর থলি	...	১৩১
স্বাভাবিক প্রসবের ৩টি অবস্থা	...	১৩১
(ক) ফার্স্ট স্টেজ	...	১৩১
(খ) সেকেণ্ড স্টেজ	...	১৩২
(গ) থার্ড স্টেজ	...	১৩২
অস্বাভাবিক প্রসব হবার লক্ষণ কি কি?	...	১৩২
(ক) মুখ প্রেজেন্টশন (আগে-আসা)	...	১৩২
(খ) কপাল আগে আসা	...	১৩২
(গ) পাছা বা হাঁটু আগে আসা	...	১৩২
(ঘ) কাঁধ বা হাত আগে আসা	...	১৩২
(ঙ) ফিউনিস বা মাথার সহিত ছেলের নাড়ী আগে আসা		১৩২
(চ) মাথার সঙ্গে হাত পা বের হয়ে আসা	...	১৩২
(ছ) নিউকেল পোজিসন (মাথার পিছনে হাত)	...	১৩২
(জ) যমজ শিশু	...	১৩২
(ঝ) হাইড্রোসেফেলাস মাথাবিশিষ্ট শিশু	...	১৩২
(ঞ) শক্ত মাথাবিশিষ্ট শিশু	...	১৩২
(ট) মন্সটার	...	১৩২
প্রসবের কোন স্টেজ কখন আসে, এবং তখন করণীয় কি?		১৩৩
(ক) ফার্স্ট স্টেজ	...	১৩৩
(খ) সেকেণ্ড স্টেজ	...	১৩৩
(গ) থার্ড স্টেজ	...	১৩৪
ভ্যাদালব্যথা	...	১৩৪
প্রসবাবস্থায় জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী সম্বন্ধে উপদেশ	...	১৩৫
মাসভেদে গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধি	...	১৩৬
প্রসবকাল	...	১৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা
(ঞ) প্রসব ... ১৫২
(ট) ফুল পড়তে বিলম্ব ... ১৫৩
(ঠ) ভাবী অমঙ্গল ... ১৫৩
প্রসবব্যথার ও তৎকালীন ঔষধ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে উপদেশ ... ১৫৩
প্রসবব্যথার বিভিন্নতা ও তদনুযায়ী ঔষধ ... ১৬৩

চতুর্থ ভাগ

প্রসবান্তিক অবস্থা ও তদ্বিষয়ক গোলযোগ

প্রসবান্তিক অবস্থা ... ১৬৭
প্রসবের পর প্রসূতির স্বাভাবিক লক্ষণগুলি কি কি? ... ১৬৭
স্রাব ... ১৬৭
নাড়ীশুকান ... ১৬৭
শরীরের তাপ ... ১৬৭
নাড়ীর গতি ... ১৬৭
নিদ্রা ... ১৬৭
স্তনদুগ্ধ ... ১৬৭
ভ্যাদালব্যথা ... ১৬৮
শিশুর নাভি খসে যাওয়া ... ১৬৮
আঁতুড়ে প্রসূতির অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি কি কি? ... ১৬৮
আঁতুড়ে শিশুর অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি কি কি? ... ১৬৯
প্রসবান্তিক অবস্থা ও তদ্বিয়ক গোলযোগ ... ১৭০
নাড়ীকাটা ... ১৭০
মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ শিশু ... ১৭০
ফুল না পড়লে কি করা উচিত ... ১৭০
আঁতুড়ঘরে প্রসূতির সেবা শুশ্রূষা ... ১৭১
স্তন সম্বন্ধে উপদেশ ... ১৭২
প্রসবান্তিক উপসর্গাদির চিকিৎসা ... ১৭৩
যোনিমুখ বা গুহ্যদেশ ছিন্ন হওয়া ... ১৭৩
প্রসবান্তিক ভ্যাদালব্যথা ... ১৭৩
প্রসবান্তিক কোষ্ঠবদ্ধতা ... ১৭৪
" উদরাময় ... ১৭৪
" রক্তস্রাব ... ১৭৫
" অর্শ ... ১৭৬

পঞ্চম ভাগ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধাবলীর স্ত্রীজননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত লক্ষণ ও মেটিরিয়া মেডিকা

গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসায় ব্যবহার্য ঔষধাবলীর স্ত্রীজননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত লক্ষণ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ্যাসেটিক অ্যাসিড	২০৫	ব্যাপ্টিসিয়া	২০৮
অ্যাকোনাইট	২০৫	বেলেডোনা	২০৮
ইস্কুলাস	২০৫	বার্বারিস	২০৮
ইথুজা	২০৫	বোরাক্স	২০৮
অ্যাগারিকাস মাস্ক	২০৫	বোভিস্টা	২০৮
অ্যাগ্নাস ক্যাসটাস	২০৫	ব্রোমিয়াম	২০৯
অ্যালেট্রিস ফ্যারিনোসা	২০৫	ব্রাইওনিয়া	২০৯
অ্যালিয়াম স্যাট	২০৫	বিউফো	২০৯
অ্যালো	২০৬	ক্যাকটাস	২০৯
অ্যালুমেন	২০৬	ক্যালেডিয়াম	২০৯
অ্যালুমিনা	২০৬	ক্যাল্কেরিয়া আর্স	২০৯
অ্যাম্ব্রা গ্রিসিয়া	২০৬	ক্যাল্কেরিয়া কার্ব	২০৯
অ্যামন-কার্ব	২০৬	ক্যাল্কেরিয়া ফস	২১০
অ্যামন-মিউর	২০৬	ক্যান্থারিস	২১০
অ্যান্টিম-ক্রুড	২০৬	কার্বো অ্যানি	২১০
এপিস	২০৬	কার্বো ভেজ	২১০
আর্জেন্টাম নাই	২০৬	কার্বলিক অ্যাসিড	২১০
আর্জে-মেট	২০৭	কলোফাইলাম	২১০
আর্নিকা	২০৭	কস্টিকাম	২১১
আর্সেনিক	২০৭	ক্যামোমিলা	২১১
অ্যাসোফিটিডা	২০৭	চেলিডোনিয়াম	২১১
অ্যাসারাম ইউ	২০৭	চিমাফিলা	২১১
অ্যাস্টেরিয়াস	২০৭	অ্যাক্টিয়া রেসি	২১১
অরাম মেট	২০৭	সিনা	২১১
অরাম মিউর	২০৭	চায়না	২১১
অরাম মিউর-নেট	২০৭	সিনামোমাম	২১১
ব্যাডিয়েগা	২০৮	ককুলাস	২১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলোসিন্থ	২১২
কোনিয়াম	২১২
ক্রোকাস	২১২
ক্রোটেলাস	২১২
কুপ্রাম মেট	২১২
সাইক্লামেন	২১২
ডালকামারা	২১২
ফেরাম মেট	২১২
ফেরাম ফস	২১৩
জেলসিমিয়াম	২১৩
গ্র্যাফাইটিস	২১৩
হ্যামামেলিস	২১৩
হাইওসিয়েমাস	২১৩
আইওডিন	২১৩
ইপিকাক	২১৩
কেলি বাইক্রম	২১৩
কেলি কার্ব	২১৩
কেলি ফস	২১৩
ক্রিয়োজোট	২১৪
ল্যাকেসিস	২১৪
লিলিয়াম টিগ	২১৪
লাইকোপোডিয়াম	২১৪
ম্যাগ-কার্ব	২১৪
ম্যাগ-ফস	২১৪
মার্কুরিয়াস	২১৪
মেজেরিয়াম	২১৪
মস্কাস	২১৪
নেট্রাম মিউর	২১৪
নাক্স ভমিকা	২১৫
অ্যাসিড ফস	২১৫
ফসফরাস	২১৫
ফাইটোলাক্কা	২১৫
প্ল্যাটিনা	২১৫
পালসেটিলা	২১৫
সালফার	২১৬

ষষ্ঠ ভাগ

স্ত্রী-চিকিৎসার রেপার্টরী

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রদর সম্বন্ধে	...	২১৯
সহবাস সম্বন্ধে	...	২২০
স্তন সম্বন্ধে	...	২২০
ঋতু সম্বন্ধে	...	২২০
লোকিয়া স্রাব সম্বন্ধে	...	২২২
স্তনদুগ্ধ সম্বন্ধে	...	২২৩
যোনি সম্বন্ধে	...	২২৩
সার্ভিক্স সম্বন্ধে	...	২২৪

গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা

বক্তব্য

আমাদের ঘরের মধ্যে গৃহলক্ষ্মীরা যখন প্রসবব্যথা পান, তখন যে কি মহাপ্রলয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝেন। প্রিয়তমা পত্নী, বা আদরিণী কন্যা, বা স্নেহময়ী ভগ্নী, তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানসহ যখন জীবন-মরণের মাঝে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় উন্মাদিনী হয়ে যান, আত্মীয়-পরিজনের অসহায় বিলাপ, বন্ধু-বান্ধবদের উদ্বেগজনক ব্যাকুলতা, আর গর্ভিণীর আকুল ব্যথাভরা ক্রন্দন একত্রে একত্রে সকলকেই জ্ঞানহারা, দিশেহারা করে দেয়।

তারপরেই আসেন পাশকরা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারবাবু, তাঁর ছুরি-কাঁচি-ফরসেপ নিয়ে। কেটে-কুটে মৃতসন্তানকে বের করে, পকেটভরা ফি নিয়ে তিনিও যখন ফিরে যান তখন প্রসূতিরও শেষ নিশ্বাস পড়েছে।

তারপর—অসহায় পুত্রকন্যাগুলির আকাশভেদী কান্না, পাড়াপড়শীর হাহাকার ও দরদী স্বামীর বুকভরা শ্বাস,—এসবগুলো নাই বা বললুম।

তাই অতি যত্নে, সরল কথায় এই বইটি লেখবার চেষ্টা করেছি। আমার একান্ত অনুরোধ, কার্যকালে একটু কষ্ট করে মিলিয়ে অন্ততঃ একটি ঔষধ মায়ের মুখে দেবেন, দেখবেন, আকুলতা-ব্যাকুলতা-চঞ্চলতার নিমেষ-উপশম হয় কি না।

প্রসবকার্যে হোমিওপ্যাথি

আজ অন্যান্য কথা বলবার আগে মা-জননীদের প্রসবসময়ে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতার একটু আলোচনা করা যাক্।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধকে আমি নাম দিয়েছি rifle shot অর্থাৎ 'রাইফেলের গুলি'। যদি লাগাতে পেরেছ, তাহলে 'গুড়ম্' শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হাঁসিল। সব রোগেই তার হাজার প্রমাণ আমরা নিত্যই পাই। কলেরার পতনাবস্থার শেষ মুহূর্তে এক ফোটা সিকেল, এক ফোঁটা আর্সেনিক, বা এক ফোঁটা ভিরেট্রাম নিমেষ মধ্যে কেমন করে যমের ঘর হতে রোগীটিকে ছিনিয়ে

আনে–তাও দেখেছি। পেটের অসহ্য কলিকে মুখে কলোসিন্থ-এর ১টি দানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোগী কেমন করে আরামের নিশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ে তাও দেখেছি। দারুণ শিরঃপীড়ার উন্মত্ততর ব্যথা নিমেষে কি করে ১ দাগ স্পাইজিলিয়া, ক্যামোমিলা বা বেলেডোনায় শান্ত হয়ে পড়ে তাও অনেকবার দেখবার ভাগ্যলাভ করেছি। আমার মত নগণ্য লোকও যখন এই ম্যাজিক দেখেছে ও দেখিয়েছে তখন পূজ্যপাদ হোমিওপ্যাথ রথিগণ যে কত ঐরূপ অভাবনীয় ব্যাপার নিয়ত দেখাচ্ছেন ও দেখছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। রোগীর রোগযন্ত্রণা যখন বর্ণনাতীত ভাবে তাকে কাতর করে ফেলে আমাদের ঔষধও তখন যেন সহস্রগুণ বেশী শক্তিতে রোগযন্ত্রণা লাঘব করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু প্রসবকার্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্যশক্তি যখনই আলোচনা করতে যাই তখনই অবাক না হয়ে পারি না। অদ্ভুত–অতি অদ্ভুত এর ক্রিয়া। আমার মনে হয় মাতৃজাতির জীবনের যুগ-সন্ধিক্ষণে দুটি মহাপ্রাণীর জীবনমৃত্যুর সমস্যার মাঝে এই ঔষধও যেন দ্বিগুণ জোর পায়। যারাই ডেলিভারি কেসে হাত দেন তাঁরাই জানেন কত ভীষণ দায়িত্ব নিয়ে কত ভীষণ বিপদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ করতে হয়। একটু ভুল, একটু ভ্রান্তি বা চিত্তচাঞ্চল্য হলেই তখন দুটি মহাপ্রাণীর মৃত্যুর পাপ তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। আর সেই রোগিণীর চিত্র কতই না আকুলকারী! অব্যক্ত যন্ত্রণায় আত্মহারা নারী আকুল রবে যন্ত্রণাব্যঞ্জক সুরে দিক তোলপাড় করছেন; চারদিকে আত্মীয়স্বজন তাঁকে ঘিরে ততোধিক ব্যাকুল হয়ে হতাশাব্যঞ্জক সুরে হায় হায় করছেন; অদূরে তাঁর প্রিয়তম স্বামী, দয়িতার শেষ বিদায়ক্ষণ ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। তারপর–আর একদিকে হয়ত পাশকরা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারবাবু ফরসেপ নিয়ে ready (প্রস্তুত) হচ্ছেন। কল্পনায় ভেবে দেখুন কি ভয়ানক অবস্থা সেটি। আমি খুব জোর করে বলছি যে যত বড়ই ধন্বন্তরি তিনি হন, সে অবস্থায় তার হাত না কেঁপে পারে না। আমার বুক খুবই কাঁপে, কিন্তু রোগিণীকে ঔষধ দেবার আগে আমি নিজেকে একটি ঔষধ আগে দিয়ে নিই–নিজের মনে মনে সেই বিপদবারণ মধুসূদনকে ডেকে বলি–"নারায়ণ! তুমিই এই নারীর গর্ভে ভ্রূণের সংস্থান করেছ, তোমার সৃষ্টিরক্ষার্থে তুমিই তাকে মাতৃত্বের চরম গৌরবে, গৌরবান্বিত করে তার কোলেই নবজাতশিশুর স্তন্যপান করাবে, এ জানা কথা, আর তুমি আমাকে শুধু 'নিমিত্তমাত্র' করে এনেছ। তাই 'আমি' ও আমার দেওয়া ঔষধের 'ফোঁটা' 'নিমিত্তমাত্র', তুমিই চিরসত্য, তুমিই চিররক্ষক"। আমি দেখেছি, মনে মনে এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই-ভয়ভাবনা সব দূর হয়। মনে অভাবনীয় ধৈর্য আসে।

বুদ্ধি ও জ্ঞান যেন আরও পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণরূপে প্রকাশ পায়। আর তাঁরই দয়ায় প্রায় বিফল হতেও হয় না।

ঔষধে আমাদের কথা কয়? হ্যাঁ কথা কয়; হ্যাঁ কথা শোনে। যাঁরা একথা মানেন না, যাঁরা একথা বোঝেন না, আমি তাঁদের সাদরে নিমন্ত্রণ করে বলছি তাঁরা যেন যে কোনও জ্ঞানবৃদ্ধ হোমিওপ্যাথের চিকিৎসার স্থলে নিজে দাঁড়িয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেন।

কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথরা কতই না নিরুপায়, কতই না অসহায়! তাঁদের প্রথম সম্বল পিটুইটারিন বা কুইনাইন ইনজেকশন, আর শেষ সম্বল ঐ ফরসেপ। হুঁ করতেই ফরসেপ চালান যেন তাঁদের একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধুনা অ্যালোপ্যাথদের মধ্যে ঐ কার্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ বৈদ্য বাংলার গৌরব কেদার দাস মহাশয়কেও নিজমুখে বলতে শুনেছি–'It is one of the most difficult tasks and I never take recourse to it when there are other alternatives.' অর্থাৎ ফরসেপ ধরা সব চাইতে কঠিন কাজ এবং যতক্ষণ অন্য উপায় বর্তমান থাকে ততক্ষণ আমি ফরসেপের শরণাপন্ন হই না। হায়রে! যিনি ৩।৪ মাস অন্তঃস্বত্ত্বা রমণীর পেটে হাতটি মাত্র দিয়েই বলে দেন কবে কোন্ দিনে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে, যিনি প্রসবযন্ত্রণাকুলা নারীর পেটে হাতটি দিয়েই কি জানি–কোন্–বাধাপ্রদায়ক নাড়ীর গতিমুক্তি করে নিমিষে ও অক্লেশে শিশু ভূমিষ্ঠ করান, যিনি নিত্য এই সব অলৌকিক প্রক্রিয়ায় কত মৃতপ্রায় মায়ের কোলে তাঁর কলজেছেঁড়া মানিকরতনের সুস্থ সমাবেশ করে দিচ্ছেন, তিনিই নিজমুখে যাকে বলেছেন যে সবচেয়ে শক্ত কাজ, তাই আজ সদর-মফঃস্বলে, গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায়-পাড়ায়, সবচেয়ে সোজা কাজ হয়ে পড়েছে কয়েকটা অকালপক্ক নব্য ডাক্তার শ্রেষ্ঠের হাতে। এইত সেদিন শুনলাম এখানেরই একটি পাঁচছেলের-মাকে ফরসেপ দিয়ে সজোরে টান মারার সময় slip করায় ডাক্তারবাবুর মাথা দেওয়ালে ঠোকা গেল, তবু ছেলে বের হল না। কিন্তু তিনি 'নাছোড়বান্দা'! বার বার তিনবার এইরূপ slip করে ও মাথা ঠুকে চতুর্থবার ভ্রূণ বের করে আনলেন বটে তবে সে ভ্রূণ এলো না, এলো–ভগীরথ; আর তার সঙ্গেই এলো রক্তের দুকূলভাঙ্গা ভাগীরথী। ৩ ঘন্টার মধ্যে মায়ের আমার জীবনান্ত হলো। এমনই হামেসা শুনি, আর বুকটা হাহাকার করে উঠে; মাথায় দুহাত চাপড়ে ভাবি যদি কোনওরূপে একটুও সে কথা শুনতুম তাহলে তখনি বিনা আহ্বানেও আমি ছুটে যেতুম, আর মায়ের মুখে আমাদের জলপড়া ১ ফোঁটা দিয়ে আশ মেটাতুম।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভাল আমরা না করতে পারি কিন্তু কি অধিকার আছে অমনি করে আমাদের হঠকারিতার, আমাদের খেয়ালে দুটি মহাপ্রাণীর

গর্ভিণীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য

গর্ভধারণের পর হতে প্রসব অবস্থার আগে পর্যন্ত সমুদয় বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও উপদেশ–

প্রথম ভাগে নারীর ঋতুমতী হবার পর ঋতুসংক্রান্ত যাবতীয় কথা ও উপদেশ আমি বর্ণনা করেছি। এইবারে দ্বিতীয় ভাগে আমি গর্ভাবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা সুরু করলুম। গর্ভধারণ করার পর হতে প্রসব অবস্থা আসার পূর্ব পর্যন্ত গর্ভিণীর মধ্যে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক যা কিছু ঘটে তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমি এখানে দিচ্ছি।

(ক) গর্ভধারণের লক্ষণ কি কি ? অর্থাৎ নারী গর্ভবর্তী হয়েছে তার প্রমাণ কি? অনেকগুলি লক্ষণ দ্বারা তা জানা যায়, তন্মধ্যে প্রধানগুলি হচ্ছে–

ঋতুবন্ধ

যদিও গর্ভধারণ ছাড়াও উদরী, বড় প্লীহা, আব, অস বন্ধ ইত্যাদি কারণে নারীর ঋতুবন্ধ হতে পারে বা মিথ্যাগর্ভের মত লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, তবুও সাধারণত গর্ভসঞ্চার হলেই নারীর ঋতুবন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য অনেক স্থলে, গর্ভসঞ্চার সত্ত্বেও প্রথম ২।৩ মাস ঋতুকালে রক্তস্রাব হয়ে থাকে। ইহা পরিমাণে খুব কম এবং থাকেও খুব কম দিন। তবুও এরূপ প্রায় দেখা যায় না। এবং যদিই এরূপ দেখা যায় তবে আমি বলব যে একে অস্বাভাবিক অবস্থা ধরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ যেন উপযুক্ত চিকিৎসা করান হয়। এইরূপ অস্বাভাবিক ঋতুস্রাবের ফলে অনেক স্থলেই গর্ভস্রাব হয়ে যায়। ঋতু বহু কারণে স্বভাবত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অজীর্ণ, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা, রক্তহীনতা ইত্যাদি রোগ হেতু শরীরের রক্ত কমে যাওয়ায় হয়ত ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে যতদিন শিশু স্তন্যপান করে ততদিন ঋতুস্রাব হয় না। কিন্তু তবুও এইরূপ ঋতুবন্ধ অবস্থাতেও নতুন গর্ভসঞ্চার হতে দেখা গেছে। ঋতু না হয়েও গর্ভসঞ্চার হওয়ার রোগী আমি ২/৪টা নিজে দেখেছি। তাঁরা আমার কথাকে প্রথমে খুবই তাচ্ছিল্য ও হাস্যকর বলে উঠেছিলেন, কারণ তাঁরা বলেন যে ঋতুস্রাব বন্ধ থেকেও কি করে গর্ভ হতে পারে? কিন্তু পরে যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁরা আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। পেট বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণকে তাঁরা 'জরায়ুর টিউমার' ইত্যাদি জেনে সেইমত চিকিৎসা করেছিলেন।

'ঋতুস্রাব না হলে গর্ভ হতে পারে না' এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক স্থলে অনেক পুরুষ ও অনেক মেয়ে যথেচ্ছা সহবাসাদি করে পরে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এ ঘটনা বিরল নয়। ঋতুবন্ধ অবস্থাটাকেই অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ ও সুবিধাজনক সময় ভাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের সব আশায় ছাই পড়ে এবং তাঁরা অবাঞ্ছিত গর্ভের উৎপত্তিকারক হয়ে বিপদগ্রস্ত হন।

স্তনের পরিবর্তন

প্রথম মাস হতেই গর্ভিণীর স্তন ভারী ও বড় হয়ে থাকে, স্তনে 'ভেলা পড়া' অনেক সময় খুবই নির্দেশক লক্ষণ। তৃতীয় মাস পড়লে প্রায়ই গর্ভিণীর স্তন টিপলে জলের মত আঠাল স্রাব বের হয়। ৫ম মাসে স্তনের ভেলা বেশ বড় হয়ে পড়ে।

বিবমিষা বা গা-বমি-বমি

ইহাও প্রায় একটা নিশ্চিত লক্ষণ। ঋতুবন্ধ হবার পরই এমন কি প্রথম মাসেই যদি দেখা যায় যে রমণীর প্রাতে গা-বমি-বমি করে বা বমি হয় তাহলে বুঝতে বিলম্ব হবে না যে ঐ রমণী গর্ভধারণ করেছেন। আহারে অরুচি আসা গর্ভিণীদের প্রথম প্রথম একটা বিশেষ লক্ষণই আমি জানি। খাদ্যদ্রব্যে গন্ধ পাওয়া ও সেই গন্ধের জন্য তার বমি আসা নির্দিষ্ট। ৪র্থ মাস পড়লেই গর্ভিণীর এইসব লক্ষণ আপনা হতেই কমে আসে। কিন্তু তখনও যদি ইহা বন্ধ না হয় তবে আশু চিকিৎসার প্রয়োজন।

মুখে থুথু উঠা

অরুচি ও অখাদ্যে খুব রুচি

গর্ভিণীদের ভাল খাবারে রুচি প্রায়ই আসে না, কিন্তু পোড়া মাটি, পাতখোলা, খড়ি ইত্যাদি অখাদ্যে তাদের খুবই রুচি দেখা যায়।

স্তন টাটান

স্তনের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। প্রথম মাসের শেষেই গর্ভিণীর স্তন ভারি ভারি লাগে ও সে দুটিতে দপ্‌দপানি ব্যথা হয়; হাত দিলে বা টিপলে খুবই ব্যথা করে।

পেটে ছেলে নড়া

ইংরেজীতে ইহার নাম কুইক্‌নিং। সাড়ে চার মাসের সময় গর্ভিণী তার পেটে ছেলে নড়া টের পায়। তখন তার মনে হয় যেন ভিতরে কি একটা নড়ছে বা কেঁপে উঠছে। ক্রমশ এই নড়ার অনুভূতি তাকে খুব কষ্ট দেয়। সে মনে করে যেন তার পেটে লাথি মারছে বা ঘুষি মারছে। অনেক ছেলেমানুষ পোয়াতী এই ব্যাপারে ভীষণ ভয় পায় আমি নিজে দেখেছি। মিথ্যাগর্ভ হয়েও অনেক মেয়ে এমনি ছেলেনড়া অনুভব করে।

প্রস্রাব বৃদ্ধি

গর্ভের প্রথম দিকে ও শেষের দিকে তার প্রস্রাব বাড়ে। ইহা খুবই ভাল। পরে পরে আমি জানাব যে গর্ভিণীর প্রস্রাব কমে গেলে কতই না সর্বনাশ ঘটে।

মন-মেজাজের পরিবর্তন

গর্ভিণীদের মনের বেশ একটা পরিবর্তন দেখা যায়। ঐ সময় প্রথম গর্ভিণীর প্রায়ই মৃত্যু ভয়ে ভীতা হয়ে পড়ে। শান্ত ও ধীর প্রকৃতির মেয়েরা ঐ সময় হঠাৎ হয়ে উঠে অশান্ত ও রুক্ষ প্রকৃতিযুক্তা, আবার যারা খুবই চঞ্চল, রুক্ষ ও জেদী তারা হয়ে পড়ে শান্ত ও স্থির।

(খ) Objective symptoms—

উপরের ঐ লক্ষণগুলিকে ইংরাজীতে বলে subjective symptoms. কারণ পোয়াতী নিজেই ঐ লক্ষণগুলি বুঝতে পারে। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা চিকিৎসক যে লক্ষণগুলির জন্য 'গর্ভিণী' বলতে পারেন সেগুলিকে ইংরাজীতে বলা হয় objective symptoms. সেগুলি এই যথা–

স্তনে এরিওলা, দুধ, আঁস আর ফাটা

আগেই ত বলেছি যে দ্বিতীয় মাস থেকে স্তন দুটি বড় হতে থাকে, স্তন দুটির উপর বড় বড় কালো শির দাঁড়ায় এবং তৃতীয় মাসে বোঁটার চারধারে বেশী কালো রংয়ের 'ভেলা' পড়ে। ইহাকেই ইংরেজীতে "এরিওলা" বলে। 'এরিওলা' ভিজে ভিজে মনে হবে হাত দিলে। স্তনের বোঁটা ক্রমে বড় হয় এবং তাতে গমের চোকলার মত আঁস দেখা দেয়। তৃতীয় মাসে বোঁটা টিপলে আটা আটা বের হয়, ইহাই শেষে দুধ হয়।

পেট উঁচু হওয়া

১ম মাসে প্রায়ই গর্ভিণীর জরায়ু একটু নীচু হয় কিন্তু ৩ মাসের শেষ থেকে তার পেটটা উঁচু হতে আরম্ভ করে। ৪ মাসে তলপেটে টিপলে একটা নরম আবের মত টের পাওয়া যায়। এই আবটাকেই ইউটেরাস বা জরায়ু বলে জানতে হবে। ৪ মাসের শেষে জরায়ুটা পিউবিসের (অর্থাৎ তলপেটের নীচের হাড়ের) ৩ আঙ্গুলের উপরে উঠে যায়। ৫ মাসের মাঝামাঝি সময়ে পিউবিস ও নাইয়ের মাঝামাঝি থাকে। ৬ মাসের সময় তা থাকে নাইয়ের সমান সমান ভাবে। ৭ মাসে তা ৩ আঙ্গুল উপরে উঠে। ৮ মাসের শেষে নাভি ও বুকের মাঝামাঝিতে যায়। ৯ দিন আগে জরায়ুটা নেমে পড়ে, পেটটা নরম ও ঢিলা হয়ে যায়, হাঁসফাঁসানের ভাবটাও তখন কম হয়ে আসে, ইউটেরাসটা ৮ মাসে যেমন উঁচু ছিল তেমনি উঁচু থাকে বটে তবে চওড়ায় বড় হয়। "৫ মাসে নাইয়ের খোলটা বুজে যায়, তারপরে নাই ঠেলে বেরোয়", একেই বলে "নাই চিতন"। প্রতি মাসে জরায়ু প্রায় ১।০ ইঞ্চি করে বাড়ে। তলপেট থেকে জরায়ুর উপর পর্যন্ত মাপলে কত মাসের গর্ভ তা বলা যেতে পারে। যেমন, ঐরূপ দেখা গেল ৯ ইঞ্চি উপরে উঠেছে তবে বুঝতে হবে গর্ভ চলছে ৬ মাসের।

পেটে কটা, নীল আর কালো দাগ

জরায়ুর সঙ্কোচন

৩ মাসের শেষের দিকে পেটে হাত দিলে একটা ময়দার পিন্ডের মত বা আবের মত জিনিস টের পাওয়া যায় তা আগেই বলেছি। সেইটিতে অনেকক্ষণ হাতদিয়ে থাকলে, বুঝা যায় যে সেটি থেকে থেকে শক্ত হচ্ছে আবার নরম হচ্ছে, ইহারই নাম ইউটেরেসের সঙ্কোচন।

ছেলের হাত পা টের পাওয়া

পোয়াতীর পেটে ৫।৭ মাসের সময় হাত রাখলেই হাত, পা বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

ছেলের নড়ার শব্দ

গর্ভিণীর পেটে কান রাখলে, জলের হাঁড়ির ভিতর যেমন মাছ নড়ে তেমনি ছেলের নড়ার শব্দ পাওয়া যায়। যন্ত্র দিয়ে শুনলে বেশ শোনা যায়।